হারাধনের দুঃখ

আমাদের হারাধনের বড় দুঃখ। দুঃখের কারণ তার মাথায়। তার যে মাথা খারাপ হয়ে গেছে তা নয়, তাহলে তার বন্ধু-বান্ধবরা তার সম্বন্ধে দুঃখিত হলেও সে নিজের সম্বন্ধে কোনো দুঃখবোধ করত না। কেননা তার যে মাথা খারাপ হয়েছে আর সকলে তা জানলেও তার অজানা থাকত।

তার দুঃখের কারণ তার মাথার চুলে। হারাধনের বয়স বেশি নয়। এই বাইশ বছর মোটে, কিন্তু এরই মধ্যে তার দারুণ চুল উঠতে আরম্ভ করেছে। প্রত্যহ তেল মাখতে, চুল আঁচড়াতে, এত বেশি চুলক্ষয় হচ্ছে যে সে ভারী ভাবনায় পড়ে গেছে। এভাবে আর কিছুদিন চললে টাক পড়তে আর দেরি কি? আর টাক পড়বে—এই বয়সে?

তার ওপর হারাধন আবার কবিতা লেখে। যাকে বলে তরুণ কবি। রবীন্দ্রনাথ থেকে প্রায় প্রত্যেক কবিরই কেশাধিক্য দেখতে পাওয়া যায়—তাই থেকে হারাধনের ধারণা চুলের সঙ্গে কবিতার নিকট সম্পর্ক কিছু আছে। বোধ হয়, আকাশের উড়ন্ত ভাবগুলো চুলে এসে আটকে যায়, যেমন বেতারের তারে শব্দতরঙ্গ ধরা পড়ে। চুল গেলে কি আর সে কবিতা লিখতে পারবে? বোধ হয় না! আজ যদি রবীন্দ্রনাথের মাথা ন্যাড়া করে দেওয়া হয় তিনি কি আর কবিতা লিখতে পারবেন?

না। কবিতাও লিখতে পারবেন না। আবার, নোবেল প্রাইজেও আর যেতে হবে না তাঁকে। এবং চুল উঠে গেলে সেই নোবেল আর তার বরাতেও কোনোদিন পাকবে না!

তাই হারাধন ভারী ভাবনায় পড়ে গেছে। চুল চলে গেলে ব্যক্তিত্ব যায়, যৌবন যায়, মাধ্যাকর্ষণ ছাড়া পৃথিবীর আর সমস্ত আকর্ষণ চলে যায়—কেবল জীবনটা থাকে। তাও কেবল প্রাণে থাকে মাত্র, সেই জীবনের কোনো মানে থাকে না। তাই হারাধন বড় ভাবিত।

অবশেষে হারাধন, 'ভিষগ্‌রত্ন, ভিষগাচার্য, ধন্বন্তরী'—এই সব উপাধি সাইনবোর্ডে দেখে এক কবিরাজের শরণ নিল! গিয়েই প্রশ্ন করল, 'মশাই, আপনাদের কবিরাজিতে কি সমস্ত আধিব্যাধির প্রতিকার আছে?'

কবিরাজ মহাশয় বিস্ময়ের বিমূঢ়তা অতি কষ্টে কাটিয়ে উঠে উত্তর দিলেন—'বলেন কি আপনি! ত্রিকালজ্ঞ মুনি ঋষিদের আবিষ্কৃত এই আয়ুর্বেদ-শাস্ত্র। আপনি যে অবাক করলেন আমাকে!'

'না, না, আমি তা বলচিনে। শাস্ত্রর ওপর কোনো কটাক্ষপাত করচিনে আমি। আমি বলচি কি—'

বাধা দিয়ে কবিরাজ বললেন—'কটাক্ষপাত আর কাকে বলে! আজ না হয় ওই সদ্য বিষ—এই এলোপ্যাথিগুলো এসেছে, কিন্তু আগে কোন্ ওষুধ খেয়ে বাঁচতেন? সত্যে, ত্রেতায়, দ্বাপরে—?'

'আপনি ভুল করচেন! আমি সত্য কি ত্রেতাযুগে ছিলুম না, দ্বাপরেও আমি বাঁচিনি। এমন কি বাইশ বছর আগেও—'

'ওই তো আজকালকার ছেলেদের দোষ! মুনিঋষিতে বিশ্বাস নেই, শাস্ত্রে বিশ্বাস নেই। তাতেই তো উচ্ছন্ন গেল দেশটা! বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ—বিশ্বাস করতে শিখুন!'

'কৃষ্ণ-প্রাপ্তি হতে পারে এমন কোনো মারাত্মক রোগ আমার হয়নি! আমার যে রোগ, আদপে তা রোগ কিনা, তাই এখনো আমি জানি না। সেই জন্যেই তো আপনার কাছে আসা!'

'বলুন আপনার কি ব্যাধি? যা কোনো চিকিৎসায় না সেরেছে তা কবিরাজীতে সারবে। সারবেই। আপনাকে মুখে বলতেও হবে না, দেখি আপনার হাতটা! নাড়ি টিপলেই সব টের পাব।'

কবিরাজ মশাই হতভম্ব হারাধনের হাতখানা টেনে নিয়ে গম্ভীর মুখে অনেকক্ষণ ধরে নাড়ি টিপে অবশেষে বল্লেন—হুঁ, হয়েচে। জলৌকাগতিঃ। আপনার নাড়ির গতি ঠিক জোঁকের মত! বায়ু-পিত্ত-কফ! আপনার বায়ু কুপিত।—যন্ত্রণাটা কোথায়?'

'যন্ত্রণা কিছুই নেই। বেজায় চুল উঠছে।'

কবিরাজ মশাই ঠিক বুঝতে না পেরে বললেন—'য়্যাঁ?'

হারাধন বলল—'মাথার চুল উঠে যাচ্ছে এই আমার অসুখ। এবার কবিরাজ মশাই রোগটা ধরতে পেরে নিজেকে সামলে নিলেন, ও! আপনার চুলের রোগ! বায়ু কুপিত কিনা, সেই কারণেই উঠচে। টাকের লক্ষণ দেখা দিয়েচে, অচিরেই টাক পড়বে।'

কাঁচুমাচু হয়ে হারাধন বলল—'টাক পড়বেই? এর কি কোনো প্রতিকার

নেই? আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে কিম্বা ত্রিকালজ্ঞ মুনি-ঋষিদের ব্যবস্থায় কিম্বা আপনার ওই কব্‌রেজিতে?'

'আলবত আছে। দেখান দিকি রামায়ণ কি মহাভারত খুলে যে যুধিষ্ঠির কিম্বা রামচন্দ্রের কখনো টাক পড়েছিল? দ্রোণাচার্য কিম্বা ধৃষ্টদ্যুম্নের? দশরথের কিম্বা দশাননের? রাবণের বারোটা মাথার একটাতেও টাক পড়েনি। তখনই কেন চুল উঠত না আর এখনই বা কেন ওঠে—তা বলতে পারেন?'

'বোধ হয় আমরা এলোপ্যাথি ওষুধ খাই বলে।'

'ঠিক তাই। যাই হোক্, ও আপনার সেরে যাবে। আপনি ভাববেন না। শাস্ত্রীয় মহাভৃঙ্গরাজ তৈল দিন সাতেক ব্যবহার করলেই আর দেখতে হবে না। তখন চিরুনী-ঠেলা দায় হবে।'

আশা ও উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়ে হারাধন বলল—'বলেন কি, এমন ওষুধ আছে আপনাদের?'

'নিশ্চয়ই। আয়ুর্বেদে নেই কি?'

'দিন, তাহলে এখুনি সেই ভৃঙ্গরাজ আমাকে দিন। যা দাম লাগে দিচ্ছি।'

দেখুন শাস্ত্রীয় ওষুধের দাম একটু বেশি। তাই সব সময়ে তৈরি থাকে না। আপনাকে তৈরি করে দিতে হবে। অল্প করে তৈরি করতে আবার খরচা বেশি পড়ে যায়। আপনার কাছে বেশি কিছু নেব না, তৈরির যা খরচ তাই কেবল দেবেন।'

'কত পড়বে বলুন আমি আগাম দিচ্ছি। আজই তৈরি শুরু করে দিন।'

'নিশ্চয়ই। আপাতত টাকা ষোলো দিয়ে যান—তাতেই শিশিটাক্ হবে। এক শিশি এক মাসের ব্যবহারের পক্ষে যথেষ্টই।'

ষো-লো-টা-কা! অতগুলো টাকার কথায় হারাধনের টনক্ নড়ল। কিছুক্ষণ সে ভাবল। টাকা আর চুল—কাকে সে ছাড়বে? অবশেষে চুলেরই জয় হলো। রবিঠাকুরের কথা-কাহিনীতে সে পড়েছিল কে-এক মুসলমান সম্রাট কোন্-এক পরাজিত শিখকে প্রাণ দিতে চেয়েছিলেন তার চুলের বিনিময়ে, কিন্তু সেই শিখ চুল দিতে রাজি না হয়ে একেবারে মাথাটাই ধরে দিতে চেয়েছিল। সুতরাং হারাধন যে টাকা দিতে প্রস্তুত হবে এ আর বেশি কথা কি? যদিও ষোলো টাকা সামান্য টাকা নয়—বিশেষত হারাধনের পক্ষে।

হারাধন টাকা ষোলটা দিয়ে আমতা আমতা করে বলল, 'দেখুন আমার একটা প্রশ্ন আছে! এটা আপনার আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের ওপর কটাক্ষপাত বলে ভাববেন না! আমার জিজ্ঞাসা এই, আপনি তো মহাভৃঙ্গরাজের মালিক, তবে আপনার মাথায় এমন চৌকস টাক কেন মশাই?'

টাকাটা ট্যাঁকে গুঁজে মধুর হাস্য করে কবিরাজ বললেন, 'বুঝলেন না, ওটা বিজ্ঞাপন! তেলের নয়, আমার নিজের। টাক প্রবীণতার লক্ষণ, আর প্রবীণ চিকিৎসক না হতে পারলে কি পসার জমে? টাকা হলে টাক হয়, কথায় বলে না? এর উলটোটাও সত্যি, টাকের চাক্‌চিক্য থেকেও টাকার চাক্‌চিক্য।'

হারাধন তথাপি যেন আশ্বস্ত হতে পারল না। কবিরাজ পুনরায় বললেন—

'দেখুন, এজন্য ভৃঙ্গরাজ মাখা দূরে থাক্, আমরা তা শুঁকি না পর্যন্ত। পাছে টাক না পড়ে আবার। এখন ত টাক পড়ে গেছে কিন্তু এখনও মশাই বিশ্বাস করি না ওই তেলটাকে!'

'তেলের এমন গুণ—শুঁকলেও চুল গজায়। এতক্ষণে হারাধন নিশ্চিন্ত হলো। ধন্বন্তরী মশায়কে নমস্কার করে লাফাতে লাফাতে বাড়ি ফিরল সে! অবশ্য মনে মনে লাফিয়ে। ইচ্ছে থাকলেও বাইশ বছর বয়সে বারো বছরের মতন লাফানো যায় না তো।

কয়েকটা দিন হারাধন খুব কষ্টে কাটাল—ভৃঙ্গরাজের প্রতীক্ষায়। অবশেষে ওষুধ তৈরি হয়ে এল। ও বাবা! এর যে নিদারুণ গন্ধ। তার সৌরভের সঙ্গে তুলনা দেবার উপযুক্ত শব্দ নেই। সে তেল মেখে খেতে বসলে পেটের ভাত গিয়ে মাথায় উঠবে। অর্থাৎ মাথায় উঠবার চেষ্টায় সামনেই সদর দরজা খোলা পেয়ে গলা দিয়ে গলে বেরুবে। সে-তেল মাথায় মেখে রাস্তায় বার হলে পেছনে কুকুর লাগবে কিনা বলা যায় না তবে পথের লোকেরা তাড়া করবে নির্ঘাত, তাতে ভুল নেই।

কি করে বেচারা হারাধন? চুলের দায় প্রাণের দায়ের চেয়ে বড়। তেল মেখে অন্য লোকের কাছ থেকে তফাতে থাকে কিন্তু নিজের থেকে দূরে থাকা যায় না তো? মাথাটা আবার নাকের বেয়াড়া রকম কাছে। এই সত্যটা এতদিন একেবারে অজানা না থাকলেও এখন খুব প্রবলভাবেই যেন তার গোচর হতে থাকে।

কিন্তু হারাধনের কপাল! ক্রমেই তা প্রশস্ত হচ্ছিল। আগে যদি বা দশটা বিশটা উঠত, এখন মুঠো মুঠো উঠতে লেগেছে। বোধ হয় চুলের গোড়ায় ওষুধ যাচ্ছে না! সেই জন্য সে মরীয়া হয়ে একদিন রাত্রে শোবার আগে সমস্ত মাথা বেশ করে তেলে ভিজিয়ে নিল। পরদিন সকালে কেশ প্রসাধনে যেমন না ব্যাক্‌ব্র্যাশ্ শুরু করেছে, তার মনে হলো সমস্ত চুল যেন পরচুলার মত পেছনে খসে পড়লো। হারাধন আয়নার সাম্‌নে দৌড়ে গিয়ে দেখে—ওমা, তাই ত। প্রতিপদের রাত্রে চন্দ্রোদয়ের মত, চুলের অন্ধকার ঘুচে গিয়ে সারা মাথা জুড়ে চাঁদির ন্যায় দিব্যি চক্‌চকে টাক বেরিয়ে পড়েছে!

হারাধন প্রথমে ভাবল ডাক ছেড়ে কাঁদে। তারপর মনে হলো, এখনি গিয়ে টুঁটি টিপে ধন্বন্তরিকে তার স্বস্থানে অর্থাৎ স্বর্গে পাঠিয়ে দেয়। একবার তার ইচ্ছা হলো, লোটা-কম্বল নিয়ে বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে পড়ে, আর সংসারে থেকে লাভ কি, সন্ন্যাসী হয়ে যেদিকে দুচোখ যায় চলে যায়! শুধু গেরুয়াটা পরে নিলেই চল্‌বে, কষ্ট করে আর মাথা মুড়ে তে হবে না, সে কাজটা এগিয়েই রয়েছে। অবশেষে মনে করল, নাঃ, বেঁচে আর সুখ নেই, সে আত্মহত্যা করবে।

কিন্তু কিছুই তার করা হলো না। ভাবতে ভাবতে হারাধন তার সদ্যোজাত টাকে হাত বুলোতে লাগল। হাত বুলিয়ে সে বেশ আরাম পেল। প্রত্যেক খারাপ জিনিসেরই ভাল দিক আছে, টাকের ভাল দিকটা এতক্ষণে তার চোখে পড়ল, আর হাতেও ঠেকল!

হারাধন অবশ্য এখন আবিষ্কার করেছে যে টাক নিয়েও বেশ টেকা যায়, কিন্তু কবিরাজের রাস্তা সে আর মাড়ায় না! তার কেমন যেন লজ্জা করে। ও-পাশের ফুটপাত ধরে সে কেটে পড়ে। এক একবার তার মনে হয় বটে যে টাকাগুলো বড্ড ঠকিয়ে নিয়েছে কিন্তু তা তো আর ফেরত পাবার কোনো উপায়ই নেই। এক আধটা নয়—ষোলো ষোলোটা টাকা। তাতে ষোলো দিন আরাম করে দেলখোসে খাওয়া যেত—বত্রিশ দিন বায়োস্কোপে যাওয়া যেত—দুমাস ফুটবল ম্যাচ দেখা চলত। টাকের চেয়ে টাকার শোকটাই এখন তার বেশি।

একদিন হারাধন দেখতে পেল, তার এক বন্ধু কবিরাজের দোকান থেকে বেরুচ্ছে। আসন্ন বিপদ থেকে বন্ধুকে বাঁচাবার জন্য সে তাড়াতাড়ি গিয়ে তাকে ধরল—'কিহে? কবরেজের কাছে গেছলে কেন? ও যে সাক্ষাৎ—'

বন্ধু বলল—আর ভাই বলচ কেন! কোনো পুরুষে নেই কি এক ব্যাধি এসে জুটল আমার!

হারাধন তার মাথাভরা চুলের দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে বলল—'সে কি! তোমারো চুল উঠচে নাকি?'

'না ভাই! বাত! তাও আবার পায়ে! কেউ বলছে সায়াটিকা, কেউ বলছে নিউরাল্‌জিয়া। ভারী বিপদেই পড়েছি। এলোপ্যাথি তো করলুম, কিছু হল না। দিন-কতকের জন্য সারে তারপর আবার সেই! দেখি এবার একবার কবিরাজি করিয়ে—'

'তা কবরেজ কি বললে?'

'বললেন কি একটা তেল। একেবারে অব্যর্থ—দিন সাতেকের মালিশেই সারবে। বৃহৎবাতচিন্তামণি তৈল! তা তুমি কি বলছিলে—উনি সাক্ষাৎ কি?'

'আমি বলছিলাম উনি সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি! নামেও এবং কাজেও! আমাকেও একটা তেল দিয়েছিলেন, বলেছিলেন সাত দিন পরে আর দেখতে শুনতে হবে না। তা কথা যা বলেছিলেন একেবারে খাঁটি!'

'বল কি? কিন্তু আমার কপাল, সে তেল এখন তৈরি নেই। দামী জিনিস সব সময় তৈরি থাকে না। এক শিশির দাম পড়বে টাকা চব্বিশ, তা দিতে আমি এখনই প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু তৈরি হতে লাগবে তিন-চারদিন। আমার আবার আজই এলাহাবাদ যেতে হবে বদলি হয়েছি কিনা। একদিনও আর থাকবার উপায় নেই—কি করি বলত?'

'তাই ত! কি করবে তাহলে!'

'হ্যাঁ, কি বলছিলে তোমাকেও ঐ তেল দিয়েছিলেন না? তা তার কি কিছু আছে?'

'হারাধন আমতা আমতা করে বলল—তার প্রায় সমস্তটাই আছে। সামান্য একটু ব্যবহার করেই যা ফল পেলুম না!'

'তা ভাই, তুমি এই টাকা চব্বিশটা নাও, আর তেলটা আমাকে দাও! তাহলে বন্ধুর যথার্থ উপকার করা হবে—'

তফাত। আমার দুটো পায়ের সব জায়গা জুড়ে যা গজিয়েছে, তা রোঁয়াও নয়, ভুরুও নয়, আদি ও অকৃত্রিম চুল। না কামালে চলে না। বেড়েই চলে। ছাঁটারও উপায় নেই, কেননা এমন ঘন বিন্যস্ত যে কেউ তাকে চুল ছাড়া অন্য কিছু বলে ভ্রম করবে না। তাই দাড়ির মত নিয়মিত পা কামাই কি করব?'

হারাধন নিষ্পলক নেত্রে বন্ধুর দুই পায়ের দিকে তাকিয়ে রইল। বন্ধু বলল—'নিত্যি এক হাঙ্গাম বটে, কিন্তু ঐ বাতের চেয়ে এ ভাল। চুলের রোগের জন্য তো ডাক্তারের কাছে ছোটার দরকার করে না। কোনো যন্ত্রণাও নেই এর, আর এ রোগ কামালেই কমে যায়।'

হারাধনের কণ্ঠ থেকে একটিও কথা বেরুল না। সে মাথায় হাত দিয়ে কী যেন ভাবতে লাগল।

ঠিক মাথায় নয়, তার টাকে হাত দিয়ে।

Haradhoner Dukkha by Shibram Chakrabarti

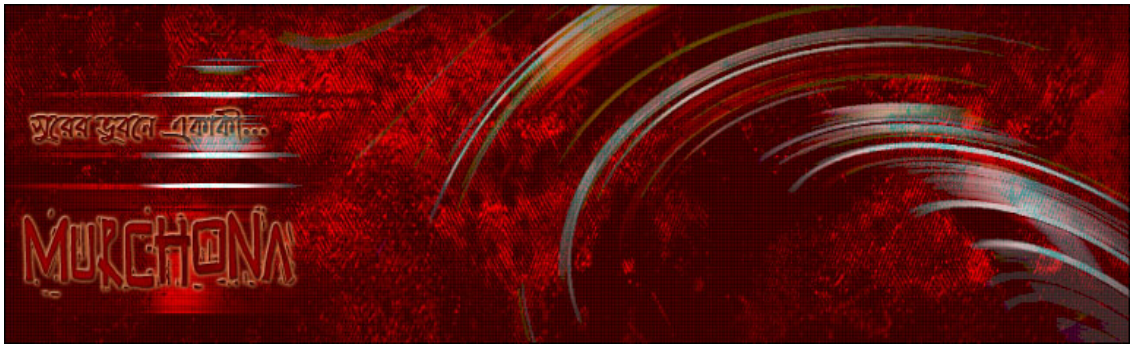

For More Books & Muzic Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com
s4suman@yahoo.com